হাইপারলিংক: (Logos) শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় হিপোলিটাস্

(Logos) শব্দটি শিষ্য যোহন আদি পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রতিফলন হিসাবে, যীশুকে নির্দ্দেশ করে তার তিনটি লেখায় ব্যবহার করেছেন (প্রকা ১৯: ১১-১৬; ১ যোহন ১: ১-৪ এবং যোহন ১: ১-১৮)।

যাহোক, সেই সময়কার প্রাচীন যুগেও এই শব্দটি অতি পরিচিত ছিলো, যিহুদী লেখক ফিলো হতে প্রেরিত ১৭: ১৬-৩৪ পদে উল্লেখীত গ্রীক দার্শনীক যুক্তিবীদরা যাদের সাথে এথেন্সে বসে অপ্রত্যাশিত ভাবে পৌলের সাক্ষাত হয়েছিলো। সত্যিকারে, রাণী ইষ্টেরের সময়ে ইফিষে পারস্য শাষণ আমলে,উচ্চ বংশীয় ইফিষীয় হেরাকলিটাস্ খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮০ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে সর্ব্বপ্রথম এই শব্দটি দর্শন শাস্ত্রে উল্লেখ করেন, এবং তার লেখাগুলো কাছাকাছি আর্তেমিসের মন্দিরে সংরক্ষণ করে রাখা হয়, যা প্রাচীন কালে সপ্তাশ্চর্যের একটি বলে মানা হয়। যোহন যেখানে বসে প্রকাশিত বাক্য পেয়েছিলেন সেই পাট্‌ম দ্বীপ ছেড়ে আসার পর তার লেখা সুসমাচার ও ১ যোহনের পুস্তকটি ইফিষে বসে স্পষ্ট ভাবে লিখেছিলেন। যাহোক, যোহনের কাছে এই শব্দের মানে অন্যদের মানের চেয়ে ভিন্ন, যেমন নিওটাস, যে বাইবেলে এই শব্দের অর্থকে বিকৃত করে ফেলেন। যোহনের আগের দশকে শিষ্য পৌল একই জায়গা বা এর পাশাপাশি কোন জায়গায় থেকে বাইবেলে এই শব্দের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রায় ৫৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে পৌল ১কর ১: ১৮-২৪ এবং ২কর ৪: ১-৪ পদে এথেন্সের কাছাকাছি জায়গায় দার্শনীকদের সাথে তার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের কথা তুলে ধরেন। এরপর ৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলসী ১: ১৫-২৩ এবং ইফি ১: ৩-১৪ ও ৩: ৪-২১ পদে মন্ডলীতে ও ইফিষে তিনি খ্রীষ্টের চরিত্র সমন্ধে আরো জোরালো লেখা পাঠান, যার সাথে ইব্রীয় পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের মিল রয়েছে। শেষে ৯৬-৯৮ খ্রীষ্টব্দে, প্রাচীন দার্শনীকদের মতবাদের সাথে তফাত থাকায়, যোহনের লেখাগুলো ইফিষে ও তার কাছাকাছি জায়গায় এই কথা প্রকাশ করলো যে শব্দটি যীশু খ্রীষ্টে মাংসে পরিণত হয়েছে যেহেতু তিনি পুত্র যে কিনা তার পিতাকে প্রকাশ করেছেন।

http://www.newadvent.org/fathers/050101.htm

দেখুন : ৪ অধ্যায়

http://www.newadvent.org/fathers/050109.htm

দেখুন : ২-৫ অধ্যায়

Logos সমন্ধে আরো দেখুন http://www.newadvent.org/cathen/09328a.htm

৩২৯. **যোহনের ১ম পত্র** (ঈশ্বর প্রেম) **জীবনদায়ী বাক্য, যা পিতার কাছে ছিলো এবং আমাদের কাছে উপস্থিত হলো।** ঈশ্বরের আলোতে পথ চলো কারন **ঈশ্বর আলো।** যদি আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি তবে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন। ১. ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন কর; যীশু আমাদের প্রধান যাজক। অনেকেই যীশুকে খ্রীষ্ট/ মশীহ্ বলে মানছেন না (খ্রীষ্টবিরোধী)। ২. ঈশ্বরের সন্তানেরা পাপ কাজ চেষ্টা করে না; তারা প্রেম করতে চেষ্টা করে। ৩. ভ্রান্ত শিকরা যীশুকে অস্বীকার করে। **ঈশ্বর প্রেম** তাই একে অন্যকে **প্রেম** কর; **প্রেম** ভয়কে পরাভূত করে। ৪. যারা বিশ্বাস করে যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র তারা পৃথিবী জয় করবে। ৫.

৩৩০. **যোহনের ২য় পত্র** (খ্রীষ্টবিরোধী) - **মিথ্যাবাদীদের** হতে সাবধান হও **যারা যীশু মাংসে পরিণত হয়েছেন তা স্বীকার করে না।**

৩৩১. **যোহনের ৩য় পত্র** (অতিথিসেবা) দিয়ত্রিফেস্ মত নয়, বরং গায় ও দীমীত্রিয় ভালো ভাবে অন্য শিষ্যদের সাহায্য কর

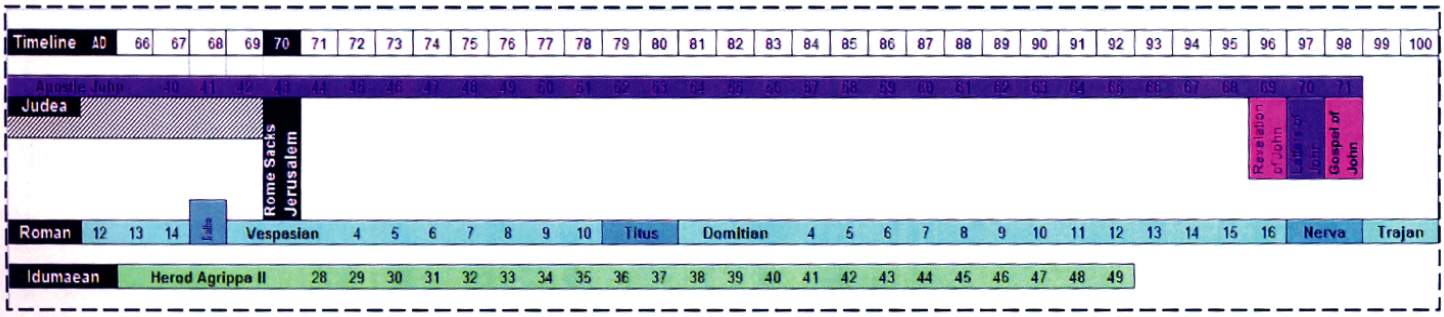

হাইপারলিংক: শিষ্য যোহনের পটমে ও ইফিষে থাকাকালীন সময়ে এসূবিয়ের মতবাদ

প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাসবীদ এসূবিয় লিপিবদ্ধ করেন যে কিভাবে রোমীয় সম্রাট দমিসিয়ান যোহনকে যন্ত্রনা দেবার জন্য পটম দ্বীপে আটকে রাখলেন, যেখানে বসে তিনি প্রকাশিত বাক্য পান।

http://www.newadvent.org/fathers/250103.htm

লক্ষ্য করুন: ১৭ অধ্যায় থেকে ১৮ অধ্যায় পর্যন্ত, অনুচ্ছেদ ১

এসূবিয় লিপিবদ্ধ করেন যে পটমের নির্বাসন থেকে যোহনকে ছেড়ে দেবার পর, ট্রাজান রাজার আমল পর্যন্ত তিনি ইফিষে শিষ্যদের নেতা ছিলেন, যেখান বসে তিনি তার তিনটি পত্র ও সুসমাচার লিখেছিলেন।

লক্ষ্য করুন: ২০ অধ্যায় ৯-১১ অনুচ্ছেদ; ২৩ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১-৪; ২৪ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৭-১৪

হাইপারলিংক: ছোট প্লীনী ও ট্রাজান

এই পত্রগুলো, ১১২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বৈথনীয়ায় রোমীয় প্রশাসক ও সম্রাট ট্রাজানের মাঝামাঝি সময়ে লেখা হয়েছে (বর্তমান তূর্কি), শিষ্যকালের শেষ দিকে খ্রীষ্টিয়ানরা কিবাবে যীশুর উপাসনা করতো তার তালিকা পাওয়া যায়, তীব্র নৈতিকতা বোধ এবং যন্ত্রনার মধ্যেও তার আরাধনা করা।

http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/texts/pliny.html

৩৩২. **যোহনের সুসমাচার** (যীশু ঈশ্বরের পুত্র)। আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন, তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, সকলই তার দ্বারা হয়েছিল; যা হয়েছে, তার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। তার মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই জীবন মানুষের জ্যোতি ছিল। আর সেই জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি দিচ্ছে, আর অন্ধকার তা গ্রহণ করল না.... যারা তার নিজের ছিলো তিনি তাদের কাছে আসলেন, কিন্তু তার নিজের লোকেরাই তাকে গ্রহন করলো না। *তবুও তাদের মধ্যে যারা তাকে গ্রহণ করবে, যারা তার নামে বিশ্বাস করবে, তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার ক্ষমতা দেবেন।* তারা রক্ত হতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হতে নয়, মানুষের ইচ্ছা হতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর হতে জাত। বাক্য *মাংসে পরিণত হলেন এবং আমাদের মাঝে বাস করতে লাগলেন।* আমরা তার মহিমা দেখলাম, যেমন পিতা হতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ। তার পূর্ণতা হতে আমরা সকলে পেয়েছি, আর অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পেয়েছি। আর মোশির মাধ্যমে যে আইন দেয়া হয়েছিলো; মহিমা ও সত্য যীশু খ্রীষ্টে মাধ্যমে নেমে আসলেন। *ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখে নাই, একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই তাকে প্রকাশ করেছেন...।* ১. *যীশুর শরীর ঈশ্বরের মন্দির।* ২. যীশু উত্তর করলেন, সত্য, সত্য আমি তোমাকে বলছি, যদি কেউ জল এবং আত্মা হতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। মাংস হতে যা জাত, তা মাংসই; আর আত্মা হতে যা জাত, তা আত্মাই। আমি যে তোমাকে বললাম, তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, এতে আশ্চর্য জ্ঞান করো না। *কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করতে পুত্রকে জগতে পাঠান নাই, কিন্তু জগৎ যেন তার দ্বারা পরিত্রাণ পায়।* পিতা পুত্রকে প্রেম করেন, এবং সমস্তই তার হাতে দিয়েছেন। যে কেউ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে, *কিন্তু যে কেউ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখতে পাবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপরে অবস্থিতি করবে...।* ৩. *প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করবে, কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন।* ৪. যেহেতু যীশু এই সকল বিশ্রামবারে করছিলেন, তাই, যিহুদী নেতারা তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছিলো। যীশু তাদের উত্তর করে বললেন, আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজ করছেন, আমিও করছি... এই কারনে তারা তাকে মারার সব ধরনের প্রচেষ্টাই করলো; কেননা তিনি কেবল বিশ্রামবার লক্ষন করতেন তা নয়, কিন্তু আবার ঈশ্বরকে নিজ পিতা বলতেন, নিজেকে ঈশ্বরের সমান করতেন। অতএব যীশু উত্তর করে তাদেরকে বললেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদেরকে বলছি, পুত্র নিজ হতে কিছুই করতে পারেন না, কেবল পিতাকে যা করতে দেখেন, তাই করেন; কেননা তিনি যা যা করেন, পুত্রও সেই সকল তদ্রূপ করেন। কারণ পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, এবং নিজে যা যা করেন, সকলই তাকে দেখান; আর ইহা হতেও মহৎ মহৎ কর্ম তাকে দেখাবেন, যেন তোমরা আশ্চর্য মনে কর। *কেননা পিতা যেমন মৃতদরকে উঠান ও জীবন দেন, তদ্রূপ পুত্রও যাদেরকে ইচ্ছা, জীবন দেন, কারণ পিতা কারো বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচার-ভার পুত্রকে দিয়েছেন, যেন সকলে যেমন পিতাকে সমাদর করে, তেমনি পুত্রকে সমাদর করে।* পুত্রকে যে সমাদর করে না, সে পিতাকে সমাদর করে না, যিনি তাকে পাঠিয়েছেন। সত্য, সত্য, আমি তোমাদেরকে বলছি, *যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে, এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু হতে জীবনে পার হয়ে গিয়েছে। এমন সময় আসছে, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনবে এবং যারা শুনবে, তারা জীবিত হবে, যারা সৎকার্য করেছে তারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, ও যারা অসৎকার্য করেছে তারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বের হয়ে আসবে।* আমি নিজ হতে কিছুই করতে পারি না; যেমন শুনি তেমনি বিচার করি, আর আমার বিচার ন্যায্য, কেননা আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি না, কিন্তু আমার প্রেরণকর্তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি... ৫. পরে যীশু ঘোষনা করলেন, "আমিই জীবন খাদ্য"। *যে আমার কাছে আসে সে কখনো ক্ষুধার্থ হবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে সে কখনো পিপাসিত হবে না।* পিতা যে সমস্ত আমাকে দেন, সেই সমস্ত আমারই কাছে আসবে, এবং যে আমার কাছে আসবে, তাহাকে আমি কোন মতে বাইরে ফেলে দেব না। কেননা আমার ইচ্ছা সাধন করবার জন্য আমি স্বর্গ হতে নেমে আসি নাই, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারই ইচ্ছা সাধন করবার জন্য...*কারণ আমার পিতার ইচ্ছা এই যে কেউ পুত্রকে দর্শন করে ও তাতে বিশ্বাস করে সে যেন অনন্ত জীবন পায়, আর আমিই তাকে শেষ দিনে উঠাবো।* সত্য, সত্য আমি তোমাদেরকে বলছি, যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তার রক্ত পান না কর, তোমাদের মধ্যে জীবন নাই।যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পিতা হেতু আমি জীবিত আছি, সেইরূপ *যে কেউ আমাকে ভোজন করে, সেও আমা হেতু জীবিত থাকবে।* এই কথায় কি তোমাদের বিঘ্ন জন্মে? তবে মনুষ্যপুত্র পূর্বে যেখানে ছিলেন, সেখানে তোমরা তাকে উঠতে দেখলে কি বলবে! আত্মাই জীবনদায়ক; মাংস কিছু উপকারী নয়। আমি তোমাদেরকে যে সকল কথা বলেছি, তা আত্মা ও জীবন...। ৬. যীশু উত্তর করে বললেন, আমার উপদেশ আমার নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তার। *যদি কেউ তার ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছা করে সে এই উপদেশের বিষয়ে জানতে পারবে যে ইহা ঈশ্বর হতে হয়েছে না আমি নিজ হতে বলি।* শেষ দিন, পর্বের প্রধান দিন, যীশু দাড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, তবে আমার কাছে এসে পান করুক। যে আমাতে বিশ্বাস করে, *শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে...*যারা তাতে বিশ্বাস করত, তারা যে আত্মাকে পাবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে এই কথা বললেন...। ৭. পরে যীশু আবার যখন লোকদের সাথে কথা বললেন, তিনি বললেন, "আমিই পৃথিবীর আলো"। *যারা আমাকে অনুসরন করবে তারা কখনো অন্ধকারে থাকবে না, বরং জীবনের আলো পাবে... ৮.* "আমিই উত্তম মেষপালক; আমার নিজের সকলকে আমি জানি এবং আমার নিজের সকলে আমাকে জানে। যেমন পিতা আমাকে জানেন ও আমি পিতাকে জানি এবং মেষদের জন্য আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি। পিতা আমাকে এই জন্য প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুনরায় তা গ্রহণ করি। কেউ আমা হতে তা হরণ করে না বরং আমি নিজ হতেই তা সমর্পণ করি। তা সমর্পণ করতে আমার ক্ষমতা আছে এবং পুনরায় তা গ্রহণ করতেও আমার ক্ষমতা আছে। এই আদেশ আমি আপন পিতা হতে পেয়েছি"...। ৯-১০."আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। *যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত থাকবে; আর যে কেউ জীবিত আছে এবং আমাতে বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না...।* ১১. তথাপি আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের কাছে তাকে পাঠিয়ে দেব। *সত্যের আত্মা, যখন আসবেন, তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে সমস্ত সত্যে নিয়ে যাবেন।* পিতার যা যা আছে সকলই আমার। এই জন্য বলিলাম যা আমার তিনি তাই নিয়ে থাকেন ও তোমাদেরকে জানাবেন... যীশু তার ক্রুশারোহনের আগের সপ্তাহে আমাদের নানা প্রতিজ্ঞার করে গেছেন। ১২-১৯. যীশু আরও অনেক কাজ করেছিলেন সেই সকল যদি এক এক করে লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয় লিখতে লিখতে এত গ্রন্থ হয়ে উঠত যে জগতেও তা ধরতো না। *কিন্তু এই সকল লেখা হলো কারন তোমরা যাতে বিশ্বাস কর যে তিনিই মশীহ্, ঈশ্বরের পুত্র, আর তাকে বিশ্বাসের মাধ্যমে তার নামে জীবন পাও..।* ২০-২১. (প্রকা ২১-২২; গীত ৬৯, ৮২, ১১৮; যিশা ৭, ৯, ৪২, ৫৩, ৫৪; দানি ৭, ৯, ১২; সখ ৯)।

(নীল: ৪ ঘন্টার আলোচনার জন্য মূল বিষয়গুলো)

১-ক. আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা (৫ মি:)
বাইবেলের
অনন্য চরিত্রগুলো
খ. বাইবেলের গুরুত্ব
গ.শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব - প্রকৃত ঘটনা
ঘ. অনন্য সংরক্ষণ
ঙ. যথার্থ ভষ্যিতবাণী
চ. প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচীন লেখা
ছ. পুনরুত্থান এবং সুসমাচার
২. (লাল - স্লাইড নাম্বার)- বালিঘড়ি
পুরাতন নিয়ম ১ম খন্ড (১০ মি:)
আরম্ভ
৩-১. ঈশ্বর হলেন ব্যক্তিগত স্রষ্টা
২. এদোন উদ্যান - শষ্য
৩. সদাপ্রভুই ঈশ্বর
৪. নোহ এবং জলপ্লাবন
৫. নীম্রোদ, বাবিল, হারোন
৬. পিতৃকুলপতি
৪-৬. অব্রাহম প্রত্যেক জাতিকে অশির্বাদ করবেন
৭. মল্কিষেদক এবং বিদেশীদের ৪০০ বছর
৮. হাগার, অব্রাহম, ইসহাক
৯. লোট - অম্মোন এবং মোয়াব
১০. ইসমাইল একটি বড় জাতি
১১. অব্রাহমের ইসহাককে উৎসর্গকরন
৫-১২. ইসহাক রিবিকাকে বিয়ে করলেন - মাদীয়
১৩. যাকোব এবং এষৌর জন্ম হলো
১৪. ইসহাক এবং যাকোব প্রত্যেক জাতিকে আশির্বাদ করবে
১৫. যাকোবের পরিবার
১৬. যাকোবের নাম ইস্রায়েল রাখা হলো
১৭. এষৌ - ইদোম এবং অমালেক
১৮. যোসেফ/ ইফ্রয়িমকে আশির্বাদ করা হলো
৬-১৯. ইয়োবের পুস্তক - জীবনের রহস্য
প্রশ্নত্তোর পর্ব (৫মি:)
২য় খন্ড (১০ মি:)
যাত্রা
২০. মোশি - মিশরের উপর ১০ আঘাত
৭-২১. মিশর থেকে ইস্রায়েলীয়দের পলায়ন - যাত্রো
২২. ১০ আজ্ঞা
২৩. আবাস
৮-২৪. হেবর এবং কেনীয়
২৫. ৪০ বছর যাবৎ ইস্রায়েলীয়দের ভ্রমণ - গুপ্তচর
২৬. কোরহের বিদ্রোহ
৯-২৭. সিহোন এবং ওগের উপর ইস্রায়েলদের আঘাত
২৮. মোয়ার এবং বালাম ইস্রায়েলদের প্রলোভন দেখান
২৯. ২য় বিবরণ
১০-৩০. ইস্রায়েলদের কনানে অনুপ্রবেশ
৩১. ৩১ রাজাকে যোশিয়ের আঘাত
৩২. ইস্রায়েলরা জমি ভাগ করে
বিচাকর্তৃকগণ
৩৩. ইস্রায়েলদের মাধ্যমে কেনীয়দের বসতি স্থাপন
৩৪. অভিশপ্ত এবং কলূষিত ইস্রায়েল
৩৫. অৎনিয়েল এবং দানে পৌত্তলিকতা
১১-৩৬. এহুদ এবং শম্গর বিচাকর্তৃকগণ
৩৭. বিচারক দেবোরা - বারাক এবং জীল
৩৮. বিচারক গিদিয়োন এবং পৌত্তলিকতা
৩৯. অভিমেলক এবং শিখিম
৪০. বিন্যামীন জাতির ধ্বংস
৪১. সদাপ্রভুর উপাসনা বন্ধ হয়ে গেল
৪২. বিচারক যিপ্তহ এবং ইফ্রয়িম
৪৩. বিচারকর্তৃকগণ ইব্সন, এলোন, অব্দোন
৪৪. দানের বিচারক Sampson
১২-৪৫. রুতের বিবরণ
৪৬. বিন্যামীনের কাছে নিয়মসিন্দুক
প্রশ্নত্তোর পর্ব (৫মি:)

৩য় খন্ড (১০ মি:)
সংযুক্ত ইস্রায়েল রাজ্য
৪৭. বিন্যামীনিয় শৌল রাজা হলেন
৪৮. ধর্মত্যাগের বিষয়ে সমূয়েলকে সতর্ক করা হলো
৪৯. শৌল ঈশ্বরের আইন ভঙ্গ করল
৫০. সদাপ্রভূ শৌলের শাসন বাতিল করলেন
১৩-৫১. শৌলের জন্য দায়ূদ গলিয়দকে হত্যা করল
৫২. শৌল দায়ূদকে মেরে ফেলার চেষ্টা করল
৫৩. দায়ূদ দলসহ পালিয়ে গেলেন
৫৪. দায়ূদ শৌলতে নিস্কৃতি দিলেন
৫৫. দায়ূদ পলিষ্টিয়তে পালিয়ে গেলেন
৫৬. শৌল তার ছেলেদের সহ মারা গেলেন
৫৭. যিহুদা দায়ূদকে তাদের রাজা বানালো
১৪-৫৮ ইস্রায়েলও দায়ূদকে তাদের রাজা বানালো
৫৯. যিরূশালেমকে রাজধানী বানানো হলো
৬০. দায়ূদের শাসন অনন্তকাল পর্যন্ত
৬১. দায়ুদ অন্য জাতিদের পরাজিত করেন
৬২. বেৎশেবার সাথে দায়ূদের পাপ কাজ
৬৩. অবশালেম দায়ূদকে আক্রমণ করলেন
৬৪. দায়ূদের পরবর্তী জীবন দুঃখে ভারাক্রান্ত
১৫-৬৫. গীতসংহিতার ১ম খন্ড
৬৬. দায়ূদের বিপর্যয়কারী লোক গননা
৬৭. দায়ূদ শলোমনকে রাজা বানালেন
৬৮. শলোমন মন্দির নির্মান করলেন
১৬-৬৯. গীতসংহিতার ২য় খন্ড
৭০. উপদেশক
৭১. শলোমনের গীত
৭২. শলোমন ঈশ্বরের পথ থেকে সরে আসলেন
৭৩. ঈশ্বর ১০ জাতিকে নিয়ে যারবিয়ামকে দেবেন
৭৪. শলোমন রাহবিয়ামকে রাজা করলেন
প্রশ্নত্তোর পর্ব (৫মি:)

৪র্থ খন্ড (২৫ মি:)
যিহুদা/ইস্রায়েল রাজ্য বিভাগ
১৭-৭৪ ইস্রায়েল ভাঙ্গা মন্দির লুঠ করল
৭৫. যারবিয়াম ইস্রায়েলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেলেন
৭৬. যিহুদা ৫,০০,০০০ ইস্রায়েলীয়কে হত্যা করল
৭৭. যিহুদার আসা কূশদেশকে আঘাত করলেন
৭৮. ইস্রায়েলে বাশার শাসন
৭৯. আসা অরামের মাধ্যমে ইস্রায়েলকে আঘাত করলেন
১৮-৮০. ইস্রায়েলে যিম্রী/অম্রীর শাসন
৮১. শমরীয় ইস্রায়েলকে রাজধানী বানালো
৮২. যোয়েলের পুস্তক
৮৩. আহব ইস্রায়েলের রাজা
৮৪. যিহোশাফট যিহুদার রাজা
৮৫-৮৬. এলিয় বালের ভাববাদীদের আঘাত করলেন
১৯-৮৭. অরাম আহাবকে হত্যা করল
৮৮. ঈশ্বর যিহোশাফটের শত্রুদের হত্যা করলেন
৮৯. ইলিশায় এলিয়ের পদ গ্রহণ করলেন
৯০. ইলিশায় ৩ সৈন্যকে বাঁচালেন
৯১. ইলিশায় নামানের কুষ্ট ভাল করলেন
২০-৯২. ইলিশায় শমরীয়কে উদ্ধার করতে বললেন
৯৩. অথলিয়া যিহুদার রাণী হলেন
৯৪. যেহু ইস্রায়েল/যিহুদার রাজাদের মেরে ফেললেন
৯৫. অথলিয়া যিহুদায় শাসন করলেন
৯৬. ইস্রায়েলে যেহুর শাসন
২১-৯৭. ছোট যোয়াস যিহুদার রাজা
৯৮. অরাম ইস্রায়েলকে ধ্বংসস্থূপে পরিণত করলেন
৯৯. যোয়াস ঈশ্বরের পথ থেকে সরে আসলেন
১০০. ইলিশায় ইস্রায়েলকে দিয়ে অরামকে আঘাত করালেন
১০১. ইস্রায়েলের ভাড়াটে সৈন্যরা যিহুদা লুঠ করল
১০২. উশিয় যিহুদার রাজা হলেন
২২-১০৩. আমোষের পুস্তক
১০৪. গীতসংহিতার ৩য় খন্ড
১০৫. যোনা ইস্রায়েলের মহিমার ভবিষ্যতবাণী করলেন
১০৬. যোনার পুস্তক
২৩-১০৭. হোশেয়র পুস্তক
১০৮-১০৯. ইস্রায়েলে শাল্লুমের শাসন
১১০. ইস্রায়েলে মনহেমের শাসন
১১১-১১২. ইস্রায়েলে পেকহের শাসন
২৪-১১৩. যিশাইয়র পুস্তক ১-৬
১১৪. যোথম যিহুদার রাজা হলেন
১১৫. মিখার পুস্তক ১-২
১১৬. আহোস যিহুদার রাজা হলেন
১১৭. যিশাইয়র পুস্তক ৭
১১৮. আহোস আশূরিয়কে দিয়ে অরাম আক্রমণ করলেন
১১৯. মিখার পুস্তক ৩-৪
২৫-১২০. ইস্রায়েলে হোশেয়র শাসন
১২১. যিশাইয়র পুস্তক ৮-৯
১২২. অশূরিয়া ইস্রায়েলিয়দের নির্বাসনে পাঠালেন
১২৩. যিশাইয়র পুস্তক ১০-১৯
প্রশ্নত্তোর পর্ব (৫মি:)

৫ম খন্ড (১০ মি:)
যিহুদা রাজ্যের সেবা
১২৪. হিষ্কিয় যিহুদার রাজা হলেন
২৬-১২৫. গীতসংহিতার ৪র্থ খন্ড
১২৬. হিতোপদেশ
১২৭. যিশাইয়র পুস্তক ২০-৩৫
১২৮. মিখার পুস্তক ৫-৭
১২৯. স্বর্গদূতগণ অশূরিয় সৈন্যদের হত্যা করলেন
২৭-১৩০. হিষ্কিয় বাবিল পছন্দ করলেন
১৩১. যিশাইয়র পুস্তক ৪০-৬৬
১৩২. নহূমের পুস্তক
১৩৩. মনঃশি যিহুদার রাজা হলেন
১৩৪. ঈশ্বর দুষ্ট মনঃশিকে ধ্বংস করলেন
১৩৫. আমোন যিহুদার রাজা হলেন
২৮-১৩৬. যোশিয় যিহুদার রাজা হলেন
১৩৭. যিরমিয়ের পুস্তক ১-৬
১৩৮. হুলদা যিহুদার ধ্বংস সম্বন্ধে ভবিষ্যতবাণী করলেন
১৩৯. সফনিয়ের পুস্তক
১৪০. ফৌরণ-নখো যোশিয়কে হত্যা করলেন
১৪১. যিহোয়াশ যিহুদার রাজা হলেন
১৪২. যিকোয়াকীম যিহুদার রাজা হলেন
১৪৩. যিরমিয়ের পুস্তক ২৬-২৮
প্রশ্নত্তোর পর্ব (৫মি:)

৬ষ্ঠ খন্ড (১০ মি:)
বাবিলের মাধ্যমে যিহুদার নির্বাসন
২৯-১৪৪ হবকূকের পুস্তক
১৪৫. বাবিলে বন্দীরূপে দানিয়েল
১৪৬. দানিয়েলের পুস্তক ১-৩
১৪৭. যিরমিয়ের পুস্তক ২৫,৩৫-৩৬, ৪৫
১৪৮. যিহোয়াকীন যিহুদার রাজা হলেন
১৪৯. যিরমিয়ের পুস্তক ৭-১৬
৩০-১৫০. যিহোয়াকীন ও যিহিষ্কেলের নির্বাসন
১৫১. সিদিকিয় যিহুদার রাজা হলেন
১৫২. যিরমিয়ের পুস্তক ২৭-৩১, ৫১
১৫৩. যিহিষ্কেলের পুস্তক ১-২৫
৩১-১৫৪. যিহিষ্কেল বাবিল থেকে বিদ্রোহ করে আসলেন
১৫৫. যিরমিয়ের পুস্তক ১৭-২৪,৩২-৩৪,৩৭-৩৯
১৫৬. যিহিষ্কেলের পুস্তক ২৯
১৫৭. বাবিল যিহুদাকে নির্বাসনে পাঠাল
১৫৮. যিহিষ্কেলের পুস্তক ২৬-২৮, ৩১
১৫৯. গদলিয় নিহত হলো - মিশরে পলায়ন
৩২-১৬০. যিরমিয়ের পুস্তক ৪৬-৪৯
১৬১. বিলাপ
১৬২. যিহিষ্কেলের পুস্তক ২৯, ৩২-৪৮
১৬৩. দানিয়েলের পুস্তক ৪
১৬৪. যিহোয়াকীনকে বাবিল পছন্দ করল
প্রশ্নত্তোর পর্ব (৫মি:)

৭ম খন্ড (১০ মি:)
যিহুদী ও পারস্যের প্রত্যাবর্তন
৩৩-১৬৫. দানিয়েলের পুস্তক ৫-৯
১৬৬. সরুবাব্বিল ও ৪২,৩৬০ জনের প্রত্যাবর্তন
১৬৭. দানিয়েলের পুস্তক ১০-১২
৩৪-১৬৮. নতুন মন্দির স্থাপনের কাজ পুনরায় চালু হলো
১৬৯. হগয়ের পুস্তক ১-২
১৭০. সখরিয়ের পুস্তক ১
১৭১. হগয়ের পুস্তক ২
১৭২. সখরিয়ের পুস্তক ১-১৪
১৭৩. ২য় মন্দির নির্মানের কাজ শেষ হলো
৩৫-১৭৪. ওবদিয়ের পুস্তক
১৭৫. অহশ্বেরস যিহুদীদের প্রতি খারাপ খবর
১৭৬. ইষ্টেরের পুস্তক
১৭৭. ইষ্রা এবং ১,৫০০ জনের প্রত্যাবর্তন
১৭৮. নহিমিয় পুনরায় দেয়াল গাথলেন
১৭৯. নহিমিয় ও ইষ্রা শিক্ষা দিলেন
৩৬-১৮০. গীতসংহিতা ৫ অধ্যায়
১৮১. নহিমিয়র প্রস্থান
১৮২. মালাখির পুস্তক
১৮৩. নহিমিয়র প্রত্যাবর্তন
আলেকজান্ডার দি গ্রেট পম্পেতে
প্রশ্নত্তোর পর্ব (৫মি:)
৩৭- যীশুর সম্পর্ক
নতুন নিয়ম
৮ম খন্ড (২৫ মি:)
যীশুর আগমন এবং পূর্ববর্তী কাজ সমূহ
৩৮-১৮৪. গাবিয়েল জন্ম সম্পর্কে ঘোষণা দিলেন
১৮৫. যীশু প্রত্যেক জাতিকে রক্ষা করবেন
১৮৬. শিশু যীশু এবং পন্ডিতদের আগমন
৩৯-১৮৭. যীশুর বাপ্তিস্ম/প্রলোভন
১৮৮. নিকদীম এবং যীশুর আশ্চর্য কাজগুলি
১৮৯. যোহন জেলে গেল-শমরিয় মহিলা
যীশুর বিখ্যাত গালীলীয় প্রচার কাজ
১৯০. পরজাতিয়দের জন্য যীশু এবং যিহুদীদের রাগ
৪০-১৯১. যীশুর কাছে লোকদের ভীড় উপচে পড়ল
১৯২. যীশু ফরীশীদের তিরস্কার করলেন
১৯৩. যীশুকে মেরে ফেলার জন্য ফরীশীদের ষড়যন্ত্র
১৯৪. যিহুদী এবং পরজাতিয়রা যীশুকে অনুসরণ করল
১৯৫. যীশু ১২ জন শিষ্যকে মনোনীত করলেন
৪১-১৯৬. পর্বতে বসে শিক্ষা
১৯৭. যীশু পরজাতিয়দের অন্তর্ভুক্ত করলেন
১৯৮. জেলে বসে যোহন যীশুর খোজ করতে লাগলেন
১৯৯. রাজ্য সম্বন্ধে যীশু প্রচার করলেন
৪২-২০০. আত্মার বিরূদ্ধে পাপ
২০১. যীশু বিভিন্ন উপমা দিলেন
২০২. আশ্চর্য্য কাজগুলোকে মন্দ শক্তির দ্বারা কাজ বলা হলো
২০৩. যীশু শান্তির মানুষের খোজ করলেন
২০৪. যিহুদীরা যীশুকে রাজা বানাবার চেষ্টা করলো
৪২-২০৫. যীশু মাংস ও রক্ত খাও
যীশুর পরবর্তী কাজসমূহ
২০৬. যীশু ও যোনার চিহ্ন
২০৭. পিতর যীশুকে খ্রীষ্ট বলে ডাকলেন
২০৮. যীশু পুনরুত্থানের কথা ভবিষ্যতবাণী করলেন
২০৯. যীশু উজ্জ্বল বর্ণ ধারন করলেন
৪৪-২১০. যীশু ক্রুশারোহনের ভবিষ্যতবাণী করলেন
২১১. অন্যদের বাধার কারন হইও না
২১২. দোষীদের সাথে কেমন আচরন করতে হবে
২১৩. শমরীয়রা যীশুকে সাহায্য করলো না
২১৪. নিস্তারপর্ব পালন উৎসবে যীশু
৪৫-২১৫. পবিত্র আত্মা শিষ্যদের সহায় হবেন
২১৬. যীশু অব্রাহমের পূর্বে ছিলেন
২১৭. শিষ্যদেরকে মন্দির থেকে বিতাড়িত করা হলো
২১৮. ঈশ্বরের রাজ্য অতি সন্নিকট
২১৯. প্রত্যেকেই আমাদের প্রতিবেশী
৪৬-২২০. পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা কর
২২১. ঈশ্বরের কাছ থেকে শাস্তি আসবে
২২২. ফরীসীরা বকধার্ম্মিক
২২৩. পিলাত কিছু গালীলীয়কে মেরে ফেললেন
২২৪.যীশু বিশ্রামবারে সুস্থ্য করলেন
২২৫. যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বললেন
৪৭-২২৬. হেরোদ যীশুকে হুমকি দিলেন
২২৭. ঈশ্বর অন্যদেরকে আমন্ত্রণ জানাবেন
২২৮. বিশাল দল যীশুকে অনুসরন করলো
২২৯. ধনী ব্যাক্তি ও লাসার
প্রশ্নত্তোর পর্ব (৫মি:)
৯ম খন্ড (২০ মি:)
যীশুর বিচার ও ক্রুশারোহন
৪৮-২৩০. যীশু লাসারকে পুনরুত্থিত করেন
২৩১. মনুষ্যপুত্র আবার ফিরে আসবেন
২৩২. ফরীসী ও কর আদায়কারী
২৩৩. অনন্ত জীবন পাবার জন্য
২৩৪. যীশু তার মৃত্যু সমন্ধে ভবিষ্যতবাণী করলেন
২৩৫. যাকোব ও যোহন যীশুর অনুগ্রহ চাইলেন
৪৯-২৩৬. রাজ্য এখনও উপস্থিত হয় নাই
২৩৭. নিস্তার পর্বের ৬ দিন আগে
২৩৮. নিস্তার পর্বের ৫ দিন আগে
২৩৯. নিস্তার পর্বের ৪ দিন আগে
৫০-২৪০. নিস্তার পর্বের ৩ দিন আগে
২৪১. ফরিসীরা কৌশলে যীশুকে ফাদে ফেলাতে চাইলো
২৪২. লোকালয়ে যীশুর শেষ ভাষণ
২৪৩. জলপাই পাহাড়ে বসে শিক্ষা
৫১-২৪৪. নিস্তার পর্বের ২ দিন আগে
২৪৫. নিস্তার পর্বের আগের দিন আগে
২৪৬. উপরের কুঠুরীতে নিস্তার পর্ব পালন
২৪৭. যীশুর বিশ্বাস ঘাতক যিহুদার প্রস্থান
২৪৮. পিতর তাকে অস্বীকার করবে তার ভবিষ্যতবাণী
৫২-২৪৯. প্রভুর ভোজ- অংশ গ্রহন
২৫০. সহায় আসবেন
২৫১. গেৎশিমানীতে যান- প্রেম
২৫২. শীঘ্রই যীশু চলে যাবেন
২৫৩. যীশু তার শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করলেন
৫৩-২৫৪. যীশুর গ্রেফতার-গেৎশিমানী
২৫৫. যীশুকে দোষী করা- যিহুদার মৃত্যু
২৫৬. পিলাত ও হেরোদ যীশুকে পরীক্ষা করলেন
২৫৭. পিলাত ক্রুশে দেবার ঘোষণা দিলেন
২৫৮. যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন
৫৪-২৫৯. যীশুকে কবরে সমাহিত করা হলো
২৬০. খালি কবর
৫৫- ২৬১. যীশু প্রেরিতদের সাথে দেখা করলেন
২৬২. যীশু ৫০০ জন শিষ্য প্রেরণ করলেন
২৬৩. যীশু ৪০ দিন পর্যন্ত সবাইকে দেখা দিলেন
২৬৪. যীশু স্বর্গে প্রেরিত হলেন
প্রশ্নত্তোর পর্ব (৫মি:)
১০ম খন্ড (১৫ মি:) প্রেরিতদের পূর্ববর্তী কাজসমূহ
৫৬-২৬৫. পঞ্চাশত্তমী ও পবিত্র আত্মা
২৬৬. পিতর ও যোহন খোড়াকে সুস্থ্য করলেন
২৬৭. শিষ্যরা সবকিছুই ভাগ করে নিলেন
৫৭-২৬৮. পুরোহিতরা প্রেরিতদের বাধা দিতে চেষ্টা করলেন
২৬৯. যিহুদীরা স্তিফানকে হত্যা করলো
৫৮-২৭০. শমরীয়রা বাপ্তিস্ম নিলো
২৭১. যীশু পরজাতীয়দের মাঝে পৌলকে পাঠালেন
৫৯-২৭২. পরজাতীয়রা বাপ্তিস্ম নিলো
২৭৩. শিষ্যদের খ্রীষ্টিয়ান নামে পরিচিতি গ্রহন
২৭৪. মথির সুসমাচার
৬০-২৭৫. হেরোদ প্রেরিত যাকোবকে মেরে ফেললেন
পৌলের প্রথম প্রচার যাত্রা
২৭৬. পৌল ও বার্নাবা কুপ্রে যান
২৭৭. যিহুদীরা আন্তেখিয়াতে সুসমাচার প্রচারে বাধা দিলেন
২৭৮. গালাতীয়েরা পৌলের ত ভালো করতে সাহায্য করলেন
২৭৯. যাকোবের পত্র
৬১-২৮০. শিষ্যদের উপর প্রেরিতদের শাষণ
২৮১. গালাতীয়দের প্রতি পৌলের পত্র
প্রশ্নত্তোর পর্ব (৫মি:)
১১তম খন্ড (২০ মি:)
পৌলের ২য় প্রচার যাত্রা
২৮২. পৌল ও সীল মাকিদোনীয়ায় গেলেন
৬২-২৮৩. ফিলীপীতে শিষ্য হলো
২৮৪. থিষলনীকীয়তে শিষ্য হলো
২৮৫.
২৮৬. ১-১/২ বছর যাবত পৌল করিন্থে
৬৩-২৮৭. থিষলনীকীয়দের ১ম চিঠি
২৮৮. করিন্থে অনেক শিষ্য হলো
২৮৯. থষলনীকীয়দের ২য় চিঠি
২৯০. ইফিষে আক্কিলা ও প্রিষ্কিল্লা
২৯১. আপল্লো করিন্থে গেলেন
পৌলের ৩য় প্রচার যাত্রা
২৯২. ২ বছরের জন্য পৌলের ইফিষে গমন
৬৪-২৯৩. শিষ্যরা যাদুবিদ্যার বই ফেলে দিলো
২৯৪. ইফীষ থেকে পৌল করিন্থে গেলেন
২৯৫. করিন্থীয়দের ১ম চিঠি
২৯৬. পৌল মেসোদোনীয়াতে গেলো
৬৫-২৯৭. করিন্থীয়দের ২য় চিঠি
২৯৮. তিন মাস পৌল করিন্থে গেলেন
২৯৯. রোমীয়দের প্রতি পত্র
৬৬-৩০০. পবিত্র আত্মা বিপদ সংকেত দিলেন
৩০১. পৌল মন্দিরে বসে গ্রেফতার হলো
রোমে পৌলের প্রথম কারাবন্দী জীবন
৩০২. রোমীয়রা পৌলের জীবন রক্ষা করলো
৬৭-৩০৩. পৌলের কৈসরিয়াতে ২ বছর কারাবন্দী জীবন
৩০৪. পৌল তার মামলার জন্য রোমে আপীল করলো
৩০৫. রোমে যাবার পথে জাহাজ ভেঙ্গে গেলো
৩০৬. লূকের লেখা সুসমাচার
৩০৭. প্রেরিতের পুস্তক
৬৮-৩০৮. ওনীষিম ও ইপাফ্রা দর্শন করতে যান
৩০৯. কলসীয়দের পত্র
৩১০. ফিলীমনের পত্র
৩১১. ইফিষীয়দের পত্র
৩১২. কীমেন্ত জেলে পৌলের সাথে দেখা করে
৩১৩. ফিলীপীয়ের পত্র
প্রশ্নত্তোর পর্ব (৫মি:)
১২তম খন্ড (১৫ মি:)৫প্রেরিতদের পরবর্তী কাজসমূহ
৩১৪. রোম থেকে পৌলের মুক্তি
যাকোব শহীদ হন
৬৯-৩১৫. ইব্রীয়ের প্রতি পত্র
৩১৬. তীমথিয় ইফিষের নেতা
৩১৭. তীমথিয়ের ১ম পত্র
৩১৮. তীত ক্রীতীর নেতা
৩১৯. তীতের কাছে পত্র
৩২০. রোম পুড়ে গেলো- শিষ্যরা নির্বাসিত
৩২১. পিতরের ১ম পত্র
৭০-৩২২. মার্কের লেখা সুসমাচার
৩২৩. নিকোপলীতে পৌলের শীতকাল যাপন
৩২৪. পিতরের ২য় পত্র
৩২৫. রোমে বসে পৌল আবার জেলে গেলেন
৩২৬. তীমথিয়ের ২য় পত্র
নিরু পিতর ও পৌলকে শহীদ করলেন
৩২৭. যিহুদার পত্র
৬৬ খ্রীস্টাব্দে রোম যিরূশালেম আক্রমন করলো
৭০ খ্রীস্টাব্দে রোম যিরূশালেম ধ্বংস করলো
যোহনের মৃত্যু পর্যন্ত খ্রীষ্টিয়ানগন
৭১-৩২৮. প্রকাশিতবাক্য
৩২৯-৩৩১. যোহনের ১,২,৩ পত্র
৩৩২. যোহনের লেখা সুসমাচার
প্রশ্নত্তোর পর্ব (৫মি:)